দাওয়াতে ইসলামী হলো ফয়যানে রযা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
সঠিক পথ মিলে গেল..... 5
রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার সত্য..... 6
সত্য চেনার জন্য ইসলামী শিক্ষা..... 7
অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাগণই সত্যের মাপকাঠি 7
রবের প্রতি ধাবিত ব্যক্তিত্বগণই সত্যের মাপকাঠি..... 9
জান্নাতী দল কোনটি...?..... 11
বর্তমান যুগে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন সত্যের মাপকাঠি 12
আলা হযরতের উপর আল্লাহ পাকের অশেষ নেয়ামত..... 13
আলা হযরত এবং সাহাবায়ে কেরামের আকিদা-বিশ্বাস 15
সত্যকে চেনার উপায়..... 16
আশিকে রাসূল চেনার অনন্য ধরন 18
তাঁর পেছনে চলতে থাকো! সবাই তোমার পেছনে চলবে 18
রযার ফয়েযকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন..... 19
আলা হযরতের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালোবাসা..... 20
একটি পছন্দের কিতাব নির্বাচন..... 20
আলা হযরতের বই পড়ার আগ্রহ..... 21
আমীরে আহলে সুন্নাতের নসীহত..... 22
স্বপ্নে আলা হযরতের দীদার নসীব হওয়া..... 23
রযার স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ..... 24
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনী কাজ: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা 25
উত্তম সঙ্গ সম্পর্কিত কয়েকটি মাদানী ফুল..... 26

ঘোষণা 27
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 28
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 28
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 28
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 29
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 29
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 29
(৬) দরূদে শাফায়াত: 30
(১) এক হাজার দিনের নেকী 30
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 30
উত্তম সঙ্গের অবশিষ্টাংশ মাদানী ফুল 31
ঘরে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তোলার দোয়া 32
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 33
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 34
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 36
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 36
মাসিক ৪টি নেক আমল 37
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 37
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 37

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَا دَامَ اِسْمِيْ فِيْ ذٰلِكَ الْكِتَاب অর্থাৎ যে তার কিতাবে

আমার উপর দরুদে পাক লিখবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটাতে আমার নাম লেখা থাকবে, ফেরেশেতারা তার জন্য ক্ষমার দোয়া করতে থাকবে।

(মু'জামু কবীর, ১/৪৯৭, হাদিস: ১৮৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সঠিক পথ মিলে গেল

একজন ইসলামী ভাই বর্ণনা করেন: ১৯৯০ সালের কথা, আমাদের পরিবারে ভুল আকিদা (বদ আকিদা) ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি নিজে চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম যে, কোন মানুষগুলো সঠিক পথে আছে এবং আমার কাদের অনুসরণ করা উচিত। এক রাতে চরম পেরেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমি এই দোয়া করলাম: 'হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক আকিদা গ্রহণ করার

তাওফিক দান করুন।' এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হলো। তাঁর পাশেই নূরানী চেহারার দু'জন বুযুর্গও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের একজনের দিকে ইশারা করে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "ইনি আহমদ রযা, তাঁর মসলক (পথ) অবলম্বন করো!" এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে বললেন: "ইনি ইলইয়াস কাদেরী, তাঁর বায়আত গ্রহণ করো!" যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন নিজের সৌভাগ্যে আত্মহারা হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! সেদিনের পর থেকে আমি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দামান দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলাম এবং আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে বায়আত হয়ে আত্তারী হয়ে গেলাম। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে আজ আমার পুরো পরিবার আশিকে রাসূল হয়ে গেছে। **(আলা হযরত কী ইনফিরাদী কৌশিশ, পৃ:৪৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার সত্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ رَاٰنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِي ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِمِثْلِي অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে (সত্যিই) আমাকে দেখল। কেননা শয়তান আমার সুরত বা আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

(মুসনদে আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃ: ৭০৮, হাদিস: ১০২২৬)

এই হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আজও যদি কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তির প্রতি করুণা হয় এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে

তাশরিফ আনেন, তবে সে প্রকৃতপক্ষে তাঁকেই দেখার সৌভাগ্য লাভ করে। আর তিনি স্বপ্নে যা নির্দেশ বা ইরশাদ করেন, তা নিঃসন্দেহে সত্য, সত্য এবং সত্যই হয়। হ্যাঁ, এর সঠিক ব্যাখ্যা (তাবীর) বোঝা আবশ্যক।

সত্য চেনার জন্য ইসলামী শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমাদের প্রিয় দ্বীন ইসলামই সত্য দ্বীন। কিয়ামত পর্যন্ত কেবল এই দ্বীনই থাকবে, এখন আর কোনো নতুন নবী আসবেন না এবং নতুন কোনো দ্বীনও আসবে না। আমাদের ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করা উচিত। বিষয়টি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের; বিগত প্রায় সাড়ে ১৪ শতাব্দীতে হাজারো ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতেও কিয়ামত পর্যন্ত ফিতনা উঠতেই থাকবে। এসব ফিতনার মাঝে সত্যকে চেনার জন্য ইসলাম আমাদের কী শিক্ষা দেয়? এই শিক্ষাকে ভালোভাবে বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। সত্য চেনার বিষয়ে ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ কী, তা আজ আমাদের হৃদয়ে ধারণ করার বড়ই প্রয়োজন।

সত্য চেনার ব্যাপারে ইসলামের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি কী? কুরআনুল কারীম থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাগণই সত্যের মাপকাঠি

প্রথম পারা, সূরা ফাতেহার ৭ নম্বর আয়াত; আর বিষয়টি হলো সিরাতে মুস্তাকীম অর্থাৎ সহজ-সঠিক পথের পরিচয়ের...!! আজ ১৫তম হিজরী শতক, আমি কীভাবে জানতে পারব যে সঠিক পথ কোনটি? কুরআনুল কারীম আমাদেরকে এর পরিচয় দান করেছে, ইরশাদ হচ্ছে:

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ

(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো।

প্রতীয়মান হলো যাদের উপর আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন তাদের যেই রাস্তা সেটা হলো সিরাতে মুস্তাকীম, এখন ওই অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা? পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৯ এ আল্লাহ পাক বলেন:

فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ رَفِيْقًاؕ(۶۹)

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। এরা কতই উত্তম সঙ্গী।

যেন আমাদের বলা হচ্ছে: আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর যে পথ, সেই পথে চলো এটিই সোজা পথ। সিদ্দীকীনদের পথে চলো এটিই সোজা পথ। শুহাদাদের পথে চলো এটিই সোজা পথ। সালেহীন বা নেক লোকদের পথে চলো এটিই সোজা পথ।

এখানে বোঝার বিষয়টি হলো, কুরআনুল কারীম আমাদের রোল মডেল দেখিয়েছে, কিছু ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে এঁদের অনুসরণ করো! এই মানুষগুলোই সত্যের মাপকাঠি এবং এঁরাই সহজ-সঠিক পথের পরিচয়।

এ থেকে জানা গেল যে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো ইসলাম মহান ব্যক্তিত্বদের সত্যের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করে। এখন আর কোনো নতুন নবী আসতে পারবেন না; আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -ই সর্বশেষ নবী। নবুয়তের দরজা তাঁর মাধ্যমেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে কেবল হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তাশরিফ আনবেন; তিনিও নতুন কোনো নবীর মর্যাদায় নয়, বরং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতী হিসেবে আসবেন। সারকথা হলো, নবুয়তের দরজা এখন কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ, নতুন কোনো নবী আর আসবেন না। তবে কিয়ামত পর্যন্ত সিদ্দীকীন, শুহাদা এবং সালেহীনগণ আসতেই থাকবেন। প্রতিটি যুগেই এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বগণই সত্যের পরিচয়; এঁদের অনুসরণকারী ব্যক্তিই সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

রবের প্রতি ধাবিত ব্যক্তিত্বগণই সত্যের মাপকাঠি

এই একই কথার আরেকটি দৃষ্টান্ত শুনুন! ইসলামের শুরুর যুগের কথা, মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কালেমা পড়ার পর পরই অন্যদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দেন। তাঁর দাওয়াতের ফলে বহু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কালেমা পড়ে মুসলমান হন; তাঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ।

আপনারা জানেন যে, সে সময় যিনিই কালেমা পড়তেন, তাঁকেই নানা ধরনের বিপদের মুখোমুখি হতে হতো। মক্কার কাফেররা কষ্ট দিত কাউকে উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে দিত, কাউকে মারধর করে রক্তাক্ত করত, হাজারো উপায়ে নির্যাতন চালাত। এই প্রেক্ষাপটে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ভিন্নধর্মী কষ্টের সম্মুখীন হলেন। তাঁর মা, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তিনি তাঁকে আবেগীয় হুমকি (ইমোশনাল

ব্ল্যাকমেইল) দিলেন। মা বললেন: ‘হে সা'দ! তোমাকে এই দ্বীন ছাড়তে হবে। তুমি যদি এই দ্বীন না ছাড়ো, তবে আমি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব এবং না খেয়ে মারা যাব! এতে করে মানুষ তোমাকে মন্দ বলবে এবং তোমাকে মায়ের হত্যাকারী বলে গালি দেবে।’

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চরম পেরেশানীতে পড়ে গেলেন, এখন আমি কী করব? একদিকে মা, অন্যদিকে দ্বীন; একদম দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছেন। এই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের আয়াত নাযিল করলেন। **(তারিখে দামেস্ক, ২০/৩৩১)** ইরশাদ হলো:

وَّاتَّبِعۡ سَبِیۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ

(পারা ২১, সূরা লুকমান, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তাঁর পথে চলো, যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে।

অর্থাৎ, হে সা'দ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! তোমার মায়ের কারণে দ্বীনে ইসলাম পরিত্যাগ করো না! বরং তাঁর (আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) পথে চলো, যিনি আমার দিকে রুজু (ধাবিত) হয়েছেন।

(রুহুল মাআনী, পারা: ২১, সূরা: লুকমান, আয়াতের পাদটীকা: ১৫, ১১/১১৮, ১১৯)

এখানেও দেখুন! মহান ব্যক্তিত্বকে সামনে রাখা হয়েছে, রোল মডেল হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আমাদের এই নীতি উপহার দেওয়া হয়েছে যেকোনো যুগ হোক, যেকোনো সময় হোক, যেকোনো শতাব্দী হোক কিংবা যতই ফিতনা মাথাচাড়া দিক না কেন, খেয়াল করবে যে, আল্লাহ পাকের দিকে রুজু রাখা ব্যক্তিত্ব কে। যিনি আল্লাহর দিকে রুজু রাখেন, তাঁর অনুসরণ করো! এটিই সোজা পথ চেনার উপায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ পাক প্রতিটি যুগেই এমন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেন, যাঁদের উপর আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত ও অনুগ্রহ থাকে এবং যাঁরা মহান আল্লাহ পাকের দিকে রুজু রাখেন। প্রতিটি যুগে সেই মহান ব্যক্তিত্বগণই সত্যের পরিচয় ও সত্যের মাপকাঠি হন; আর তাঁদের অনুসরণকারী ব্যক্তিই সিরাতে মুস্তাকীমের সঠিক মুসাফির হতে পারে।

জান্নাতী দল কোনটি...?

একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: 'বনী ইসরাঈল ৭২ ফেরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী হবে, আর অবশিষ্ট সব দল জাহান্নামে যাবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই জান্নাতী দলটি কারা? مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِیْ অর্থাৎ "সেই দলটিই জান্নাতী হবে, যারা আমার এবং আমার সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথের উপর চলবে।" **(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, পৃ:৬২২, হাদিস: ২৬৪১)**

سُبْحٰنَ اللهِ! এখানেও দেখুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো স্বয়ং সত্যের মূর্ত প্রতীক; এর পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং যাঁরা তাঁদের অনুসৃত পথে চলেন, তাঁদের সত্যের পরিচয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এর অর্থ হলো, উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে, যাদের মধ্যে কেবল একটি দলই জান্নাতী এবং বাকি সবই জাহান্নামে যাবে। আমাদের সবার জন্য বাধ্যতামূলক হলো আমরা যেন সেই একটি জান্নাতী দলের অন্তর্ভুক্ত থাকি এবং অন্যান্য জাহান্নামীদের থেকে দূরে থাকি। এখন

প্রশ্ন হলো, আমরা সেই জান্নাতী দলকে চিনব কীভাবে? ৭৩টির মধ্য থেকে সেই একটিকে কীভাবে খুঁজে বের করব? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার পরিচয় জানিয়ে দিয়ে বলেছেন: দেখে নিও! যাঁর আকিদা-বিশ্বাস আমার সাহাবীদের আকিদার মতো হবে, তাঁর অনুসরণ করো; সেই দলটিই জান্নাতী হবে।

বর্তমান যুগে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন সত্যের মাপকাঠি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন ও হাদিসের এসব শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, প্রতিটি যুগেই এমন ব্যক্তিত্বদের সৃষ্টি করা হয় যাঁদের উপর আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ থাকে, যাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে রুজু রাখেন এবং যাঁদের আকিদা সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর আকিদার অনুরূপ। যাঁদের ঈমানী অনুভূতি, ইশকে রাসূল এবং চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে সাহাবায়ে কেরামের ফয়েয ও বরকত সুস্পষ্ট দেখা যায় এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বগণই সত্যের পরিচায়ক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী এবং সেই পরম দয়ালু রবের অসীম দয়া যে, বিগত হিজরী শতকে বেরেলীর পুণ্যভূমিতে এমন এক মর্দে কলন্দরকে সৃষ্টি করেছেন যিনি জন্মগতভাবেই ওলী ছিলেন। ইশকে রাসূল এমন স্তরের যে, তিনি আশিকদের ইমাম! জ্ঞান এমন গভীর যে, বড় বড় ওলামায়ে কেরাম তাঁর শাগরিদ বলে গণ্য হন। মুফতি হিসেবে এমন এক অনন্য উচ্চতায় যে, এ যুগে তাঁর চেয়ে বড় মুফতি চোখে পড়ে না। তিনি একাধারে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস এবং অত্যন্ত নিখুঁত ও চমৎকার মুফাসসির ছিলেন। তাঁর নাম আহমদ রযা, মানুষ যাঁকে 'আলা হযরত'

নামে চেনে। আজকের এই ফিতনাময় যুগে তাঁর নামই সত্যের পরিচয় ও মাপকাঠি।

আলা হযরতের উপর আল্লাহ পাকের অশেষ নেয়ামত

কুরআনুল কারীম আমাদের শিখিয়েছে যে, যাঁদের উপর আল্লাহ পাকের বিশেষ দ্বীনি নেয়ামত বা অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে, তাঁরাই সঠিক পথের পথিক। এবার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর ঐশ্বরিক নেয়ামতের কিছু ঝলক দেখুন: ✯ ৪ বছর বয়সে: সাধারণ ৪ বছরের শিশুরা ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না তোতলা করে কথা বলে, এমনকি অনেকে ফিডার বোতলেও দুধ খায়। কিন্তু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাত্র ৪ বছর বয়সেই পুরো নাজেরা কুরআন শরীফ খতম করে ফেলেছিলেন। ✯ ৬-৭ বছর বয়সে: সাধারণত এই বয়সে শিশুদের দুধের দাঁত ভাঙতে শুরু করে। আর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বয়সেই ওলামা ও মাশায়িখদের বিশাল সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করছিলেন। **(তাযকিরায়ে ইমাম আহমদ রেযা, পৃ:৩)** ✯ ৮ বছর বয়সে: সাধারণ ৮ বছরের কোনো শিশুকে কোথাও নিয়ে যেতে হলে আগেভাগে বুঝিয়ে দিতে হয় ‘বাবা! সেখানে গিয়ে দুষ্টুমি করো না।" অথচ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাত্র ৮ বছর বয়সেই 'দরসে নিযামী'-তে পড়ানো একটি আরবি দরসী বইয়ের উপর চমৎকার আরবি ভাষাতেই ব্যাখ্যা-টিকা (হাশিয়া) লিখেছিলেন। **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃ:৮৬)** ✯ ১৩ বছর, ১০ মাস, ৪ দিন বয়সে: এই অল্প বয়সেই তিনি তাঁর জীবনের প্রথম ফতোওয়া লেখেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মুফতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। **(তাযকিরায়ে ইমাম আহমদ রযা, পৃ:৪)** ✯ ২২ বছর বয়সে: তিনি যখন শাহ আ’লে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরবারে বায়আত হওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন, তখন

এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শাহ আ'লে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাধারণ নিয়ম ছিল যিনিই বায়আত হতে আসতেন, তাঁকে বছরের পর বছর ধরে কঠোর সাধ্য-সাধনা (মুজাহাদা ও রিয়াযত) করাতেন। কিন্তু ২২ বছরের তরুণ আহমদ রেযাকে দেখামাত্রই তিনি বললেন: "আসুন! আমি তো বহু দিন ধরে আপনারই পথ চেয়ে বসেছিলাম। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাঁর এই নবীন ও প্রজ্ঞাবান মুরিদকে খেলাফত দান করলেন! অন্যান্য মুরিদগণ চরম বিস্ময়ে পীর সাহেবের কাছে এই ব্যতিক্রমী অনুগ্রহের রহস্য জানতে চাইলেন। কারণ, সেই দরবার থেকে খেলাফত পাওয়া এত সহজ ছিল না; বছরের পর বছর পরিশ্রমের পরই এই নেয়ামত মিলত। প্রশ্ন শুনে পীর সাহেবের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন: 'হে লোকসকল! তোমরা আহমদ রেযাকে কী চিনেছ...? আমি চিন্তিত ছিলাম যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন 'হে আলে রাসূল! তুমি দুনিয়া থেকে আমার জন্য কী নিয়ে এসেছ? তখন আমি কী জবাব দেব! !اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ আমার সেই চিন্তা দূর হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ পাক যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, তবে আমি মাওলানা আহমদ রেযাকে তাঁর দরবারে পেশ করে দেব।

তিনি আরও বললেন: 'অন্য সবাই তো অন্তরে নানা অনিয়ম ও জং (মরিচা) নিয়ে আসে, তাদের ঘষেমেজে তৈরি করতে হয়। কিন্তু আহমদ রযা একেবারে নির্মল, পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তুত হৃদয় নিয়েই এসেছে। তাঁর কেবল আত্মিক সম্পর্কের (নিসবতের) প্রয়োজন ছিল।'

(ফয়যানে আ'লা হযরত, পৃ: ৩১৫-৩১৭)

اَللّٰہُ اَکْبَر! হে আশিকানে রাসূল! চিন্তা করে দেখুন! অন্তরের পূর্ণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য সুফি সাধকগণ বলেছেন যে, কমপক্ষে ৮০ বছরের কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়! **(মলফুযাতে আ'লা হযরত, প্রথম খন্ড, পৃ:৫৯)** অথচ এখানে একজন ২২ বছরের যুবক তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ স্তরের ওলী আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি ও খেলাফত লাভ করছেন এবং পীরে কামেলের মকাম অর্জন করছেন। এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত ছাড়া আর কী হতে পারে?

আলা হযরত এবং সাহাবায়ে কেরামের আকিদা-বিশ্বাস

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতী দলের পরিচয় হিসেবে জানিয়েছেন যে, তাঁদের আকিদা-বিশ্বাস সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর আকিদার অনুরূপ হবে। এখন কুরআন ও হাদিসের আলোকে একদিকে সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর আকিদা লক্ষ্য করুন, আর অন্যদিকে মসলকে আলা হযরতকে মিলিয়ে দেখুন! তাহলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ -ই সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি বর্তমান যুগে সত্যের পরিচায়ক ও মাপকাঠি।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো: ✯ ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান): কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, ✯ সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর আকিদা ছিল প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মহান আল্লাহ ইলমে গায়েব দান করেছেন। বর্তমান যুগে এই 'ইলমে গায়েব' আকিদার প্রহরী হলেন আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ । ✯ সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর আকিদা ছিল আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হলেন নূর। এ যুগে 'আকিদায়ে নূর'-এর পাহাদার হলেন আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ।

✯ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর আকিদা ছিল দয়াময় রব তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে 'মুখতারে কুল' বা সর্বময় এখতিয়ার দান করেছেন। এই যুগে নবী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ক্ষমতা ও এখতিয়ারের আকিদাকে রক্ষা করেছেন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। ✯ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর আকিদা ছিল মহিমান্বিত নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন উম্মতের শাফাআত করবেন। বর্তমান যুগে এই শাফাআতের আকিদার উপর শক্ত পাহারা দিয়েছেন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। ✯ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর আকিদা ছিল যাঁই পাওয়া যায় তা মহান আল্লাহ দান করেন, আর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা বণ্টন করেন। এই যুগে এই আকিদাকে সমুন্নত রাখা মহান ব্যক্তিত্বের নামই হলো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

সত্যকে চেনার উপায়

কেউ একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে, মানুষ বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এখন সত্যকে কীভাবে চিনব? উত্তরদাতা অত্যন্ত চমৎকার একটি জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতী দলের পরিচয় দিয়ে জানিয়েছেন مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِیْ অর্থাৎ 'যারা আমি এবং আমার সাহাবীদের পথের উপর কায়েম থাকবে, তারাই জান্নাতী দল।' বিস্তারিত আকিদা ও চিন্তাধারা তো স্বস্থানে রয়েছেই, তবে বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য আপনার মস্তিষ্কে একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত ধারণ করুন! সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর দিন-রাতের প্রতিনিয়তের আমল ও জপ ছিল, তাঁরা কথায় কথায় বলতেন: فِدَاكَ اُمِّیْ وَ اَبِیْ یَارَسُوْلَ اللهِ অর্থাৎ 'ইয়া

রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মা- বাবা আপনার কদমে উৎসর্গ হোক।'

উত্তরদাতা আরও বললেন: শুধু এই একটি বিষয়ই দেখে নিন যে, বর্তমান যুগে কার মুখে এই কথাটি উচ্চারিত হয়? এই ভারতীয় উপমহাদেশে বহু বড় বড় সাহিত্যিক এসেছিলেন, বহু বড় কবি এসেছিলেন, বড় বড় লেখক ও গবেষক এসেছিলেন; কিন্তু এই ভূমিতে একমাত্র আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-ই ছিলেন, যিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছিলেন:

کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

করুঁ তেরে নাম পে জাঁ ফিদা, না ব্যস এক জাঁ দো জাহাঁ ফিদা
দো জাহান সে ভী নেহী জী ভরা, করুঁ কিয়া করোড়োঁ জাহাঁ নেহী

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ:১০৯)

একদিকে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ভালোবাসার ধরণ, আর অন্যদিকে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভালোবাসার ধরণ! আলা হযরতের ইশকে রাসূলের মাঝে সাহাবায়ে কেরামের ইশকের ফয়েয ও বরকত সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। এটিই নির্দেশ করে যে, বর্তমান এই যুগে সত্যকে চেনার ও অনুধাবন করার সবচেয়ে বড় পরিচায়ক হলেন আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ।

আশিকে রাসূল চেনার অনন্য ধরন

মক্কায়ে মুকাররমার মালেকী মাযহাবের এক মহান মুফতি আল্লামা শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ আলভী মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'মাওলানা আহমদ রযা বেরেলভীর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা সুন্নীয়তের আলামত বা লক্ষণ, আর তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা বিদআতের লক্ষণ।'

(জাহানে ইমাম আহমদ রযা, খণ্ড: ১৪, পৃ: ৪০)

হযরত আল্লামা কাদের বখশ সহসরামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন। একবার মানুষ তাঁর কাছে নিবেদন করল যে, আমাদের আশিকে রাসূল সুন্নী এবং বদ-মাযহাব (ভ্রান্ত আকিদার লোক) চেনার একটি সহজ নিয়ম বলে দিন! তিনি বললেন: যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যে, সে বদ-মাযহাব নাকি আশিকে রাসূল, তার সামনে মাওলানা আহমদ রযা সাহেবের যিকির (আলোচনা) শুরু করে দিন! যদি তার চেহারা উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, তবে নিশ্চিত জানবেন সে আশিকে রাসূল সুন্নী; আর যদি তার চেহারা বিবর্ণ বা মলিন হয়ে যায়, তবে বুঝে নিন সে বদ-মাযহাব। **(হায়াতে আলা হযরত, ৩/২৭৪ (সংক্ষেপিত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাঁর পেছনে চলতে থাকো! সবাই তোমার পেছনে চলবে

একবার সায়্যিদি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাহায়িম শরীফের (ভারত) এক মাজযুব (আল্লাহর প্রেমে বিভোর সাধক) সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত আবদুস সালাম জবলপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -ও সাথে ছিলেন। মুফতি বুরহানুল হক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন:

আমরা যখন তাঁর কাছে পৌঁছালাম, তখন মাজযুব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মাথায় পাগড়ী শরীফ পরিধান করে একটি আসনের উপর বসে 'দালাইলুল খাইরাত' শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন।

তিনি আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর চমৎকার মেহমানদারী করলেন। যখন আমরা ফিরে আসতে লাগলাম, তখন আমি সেই মাজযুব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর চরণ মুবারক ধরে আরজ করলাম: আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করে দিন! তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন এবং সায়্যিদি আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: 'তাঁর পেছনে চলতে থাকো! সবাই তোমার পেছনে চলবে।' **(ফয়যানে আলা হযরত, পৃ:২৪০ (সংক্ষেপিত))**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রযার ফয়েযকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! !اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর উপর আল্লাহ পাকের এটি অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ যে, এই যুগে তাঁর নাম সত্যের পরিচায়কে পরিণত হয়েছে।

এখন একটি সুন্দর কথা আরজ করি; আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যেমন সত্যের পরিচায়ক, তেমনি !اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আলা হযরতের আশিক, আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ নিজেকে, তাঁর পুরো পরিবারকে, সমস্ত মুরিদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আলা হযরতের আশিক বানিয়ে দিয়েছেন। !اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ লাখ লাখ ইসলামী ভাই ও বোন এমন রয়েছেন, যাঁরা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ -এর

দামানের সাথে যুক্ত হওয়ার বদৌলতেই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর পরিচয় এবং তাঁর প্রতি মুহাব্বত ও ভক্তি লাভ করেছেন।

আলা হযরতের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালোবাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে অত্যন্ত ভালোবাসেন, অসম্ভব মুহাব্বত করেন। জলওয়াত হোক কিংবা খলওয়াত (অর্থাৎ লোক সমাগমেই হোক বা নির্জনে), তিনি সর্বদা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর যিকিরে খাইর (প্রশংসাসূচক আলোচনা) করতেই থাকেন। তিনি বলেন: 'আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, যিনি একজন আল্লাহর ওলী, সত্যিকারের আশিকে রাসূল এবং আমাদের সর্বজনমান্য বুজুর্গ তাঁকে অন্তরের গভীর থেকে সম্মান ও ভালোবাসা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বরকতময় বাণী হলো: اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ অর্থাৎ 'বরকত তোমাদের বুযুর্গদের সাথে রয়েছে। **(ইলম ও হিকমতের ১২৫টি মাদানী ফুল, পৃ: ৭৯, ৮০) (তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, পর্ব: ৫)** তিনি আরও বলেন: 'মসলকে আলা হযরত থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়ার আগেই আল্লাহ কারীম যেন আমাকে ঈমান ও সহজতার সাথে মৃত্যু দান করেন। **(ফয়যানে ইমামে আহলে সুন্নাত (বিশেষ সংখ্যা), পৃ:১০)**

একটি পছন্দের কিতাব নির্বাচন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: 'ধরুন, আপনাকে কোনো জঙ্গল বা মরুভূমিতে বন্দী করা হলো এবং আপনার সাথে কুরআন ও হাদিস ছাড়া কেবল একটি বই রাখার অনুমতি দেয়া হলো, তবে আপনি কোন বইটি নির্বাচন করবেন?'

তিনি জবাবে বললেন: 'আমি আমার সাথে আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ নিয়ে যাওয়ার আবেদন করব। কারণ এতে অনেক কিছু রয়েছে ইবাদত ও আকিদার ব্যাপারে বহু দিকনির্দেশনা বিদ্যমান, পাশাপাশি এতে তাসাউফও রয়েছে।' **(আলা হযরত আওর আমীরে আহলে সুন্নাত, পৃ: ১৪, ১৫ (সংক্ষেপিত))**

আলা হযরতের বই পড়ার আগ্রহ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এটি আমার সৌভাগ্য যে আমি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে এই ভালোবাসা দিন দিন বাড়তেই থাকে। আমি যখন যৌবনের পদার্পণ করলাম, তখন একটি লাইব্রেরির সদস্য হলাম। সেখান থেকে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর ফতোওয়ার সংকলন সমূহ যেমন: আহকামে শরীয়ত, ইরফানে শরীয়ত এবং মলফুযাতে আলা হযরত ইত্যাদি আনতাম এবং সেগুলো অল্প অল্প করে পড়তাম; যাতে এগুলো শেষ হয়ে গেলে পরে কী পড়ব এই ভেবে! এটি ছিল আমার মনের অনুভূতি।

এই বইগুলোতে শরীয়তের মাসায়িল পড়ে আমার এত আনন্দ লাগতো যে আমি পড়তেই থাকতাম। ঘুড়ি ওড়ানো কেমন? চিংড়ি খাওয়া কেমন? এই ধরনের আকর্ষণীয় মাসায়িল, যা সাধারণত সাধারণ মানুষের জানা থাকে না, সেগুলো পড়ে দারুণ তৃপ্তি পেতাম। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের নাম হয়তো সেই সময় শুনিওনি। যা-হোক, আল্লাহ পাক অশেষ কৃপা করেছেন যে তাঁর এক কামিল ওলী, আশিকে রাসূল এবং মহান আলিমে দ্বীন ও মুফতি-ই ইসলামের দামান দান করেছেন। আলিম ও মুফতি তো আরও অনেকেই আছেন, কিন্তু আহমদ রযার মতো কেউ নেই।

বিগত দুই-চার শতাব্দীতে তাঁর মতো কারো জন্ম হয়েছে বলে আমার জানা নেই। **(আলা হযরত আওর আমীরে আহলে সুন্নাত, পৃ: ৩, ৪)**

আমীরে আহলে সুন্নাতের নসীহত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আত্তারীগণকে, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে বরং সমস্ত আশিকে রাসূলকেই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর দামানের সাথে যুক্ত থাকার নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন: ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা আলা হযরতের দামান আঁকড়ে ধরে وَاللهِ، بِاللهِ، تَاللهِ (আল্লাহ পাকের শপথ) কোনো দিন হোঁচট খাইনি। (এটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর অপার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, তিনি পরপর তিনবার আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন যে, রযার দামান ধরে হোঁচট খাইনি)।তিনি আরও বলেন: বরং আমরা এই দরবারের জন্য গোটা দুনিয়াকে পরিহার করেছি। আল্লাহ করুক আলা হযরতের দামান যেন আমাদের হাত থেকে কখনো ছিটকে না যায়। তাঁর দরজা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে, কারণ ‘ يَكْ دَرْگِيْر مُحْكَم گِيْر’ (অর্থাৎ একটিই দরজা আঁকড়ে ধরো, তবে আঁকড়ে ধরো শক্তভাবে) এর শিক্ষা আলা হযরত নিজেই দিয়েছেন। 'ইহাও ঠিক, উহাও ঠিক' এমনটি নয়; বরং রযা যা বলেন সেটাই ঠিক, কারণ রযা কোনো কথা কুরআন ও হাদিসের বাইরে গিয়ে বলেন না। আমরা যখন তাঁর ফতোওয়া, তাঁর রচনাবলী এবং তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করলাম, তখন আমাদের বোধগম্য হলো যে রযার মুখ থেকে সেটাই বের হয় যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা সমর্থিত ও সত্যায়িত। তাই রযার উপর নিজের চোখ বন্ধ করে নিন; যদি চোখ খোলেন তবে আশঙ্কা রয়েছে যে, সমস্যা তৈরি হতে পারে এবং

অন্তরের চোখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং চোখ বন্ধ করে রযার পেছনে পেছনে চলতে থাকুন ! اِنْ شَآءَ الله গাউসে পাকের দামান পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন এবং গাউসে পাক তাঁর নানা জান, রহমতে আলামীন রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর চরণ মুবারক পর্যন্ত নিয়ে যাবেন।

(আলা হযরত আওর আমীরে আহলে সুন্নাত, পৃ:৫)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "আলা হযরতের উপর চোখ বন্ধ রাখার অর্থ কী?" তিনি জবাবে বললেন: "এর অর্থ হলো আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর উপর কোনো ধরনের সমালোচনা করি না এবং তাঁর বর্ণিত কোনো বিষয়ের উপর আমাদের কোনো সন্দেহও জাগে না। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর ব্যাপারে চোখ বন্ধ রাখার মধ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত; এই দরবারে চোখ খুললে হোঁচট খাওয়ার ভয় রয়েছে। মনে রাখবেন! আমরা আলা হযরতকে আল্লাহ পাকের একজন ওলী মনে করি, নবী মনে করি না। আল্লাহ পাকের অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام রয়েছেন, তাঁদেরই একজন হলেন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। **(আলা হযরত আওর আমীরে আহলে সুন্নাত,পৃ: ৫, ৬)**

স্বপ্নে আলা হযরতের দীদার নসীব হওয়া

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: "এক রাতে আমি ঘুমালাম, আর যেন আমার ভাগ্য জেগে উঠল! আমি স্বপ্নে ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর দীদার লাভ করলাম। দৃশ্যটি এমন ছিল যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামায পড়াচ্ছেন এবং কিছু নূরানী চেহারার মানুষ মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে ও সাদা পোশাক পরিধান করে তাঁর পেছনে নামায আদায় করছেন।

এরপর আমার চোখ খুলে গেল। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, স্বপ্নে দেখানো এই সুন্নাতী বেশভূষাটি দাওয়াতে ইসলামীর লোকদের, আর তাদের আমীর হলেন মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। পরবর্তীতে আমার আমীরে আহলে সুন্নাতের রচিত 'তাযকিরায়ে ইমাম আহমদ রেযা' রিসালাটি পড়ার সুযোগ হলো। মন তো আগেই আশ্বস্ত ছিল, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালোবাসা দেখে আমি আরও বেশি প্রভাবিত হলাম এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের হাতে বায়আত হয়ে আত্তারী হয়ে গেলাম।

(আলা হযরত কী ইনফিরাদী কৌশিশ, পৃ:৪৬ (সংক্ষেপিত))

রযার স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর গড়ে তোলা প্রিয় সংগঠন 'দাওয়াতে ইসলামী', যা বিশ্বজুড়ে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে এটিও মূলত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এরই ফয়েয ও বরকত। অনেক বছর আগের কথা; ভারতের একজন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ‘ফয়যানে মদীনা’-তে তাশরীফ আনলেন। যখন তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠে ফয়যানে মাদীনার বিশাল প্রাঙ্গণে পা রাখলেন এবং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযের ভবন ও বিপুল সংখ্যক আশিকে রাসূলকে দেখলেন, তখন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: ‘ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দ্বীনের খেদমতের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ আমি জাগ্রত চোখে তারই বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পাচ্ছি।

(ফয়যানে ইমামে আহলে সুন্নাত, পৃ:৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দাওয়াতে ইসলামী আলা হযরতের ফয়েযে, তাঁর বলে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী বর্তমান যুগের চাহিদা পূরণ করে পুরো বিশ্বে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছে এবং ক্রমাগত তা প্রসারিত করে চলেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও দাওয়াতে ইসলামীর এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান! দ্বীনের এই মহান খেদমতে নিজের অংশ যুক্ত করুন! ! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ হাসিল হবে।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনী কাজ: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত এবং আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকত লাভ করতে, গুনাহ পরিহার করতে, নেককার নামাযী হতে এবং ঈমানের হেফাজত ও মজবুত করার ফিকির পেতে আশেকে রসূলদের দ্বীনী আন্দোলন 'দাওয়াতে ইসলামী'-র দ্বীনী পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান! যেলী হালকার ১২টি দ্বীনী কাজেও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করুন; اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم! দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ হাসিল হবে। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনী কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজ হলো: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর মাদানী চ্যানেলে সরাসরি মাদানী মুযাকারা পরিচালনা করেন। অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে আশিকে রাসূলদের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলোর ইলম ও হিকমতে পরিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন, যেখানে অসংখ্য আশিকে রাসূল

আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ‘ফয়যানে মদীনা’ (করাচী)-তে উপস্থিত হয়ে দ্বীনি ইলমের বরকত হাসিল করেন। হাজার হাজার আশিকে রাসূল নিজ নিজ শহর ও এলাকায় সম্মিলিতভাবে মাদানী মুযাকারা দেখার আয়োজন করেন। তাছাড়া মাদানী চ্যানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া (যেমন: ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদি)-র মাধ্যমে দুনিয়ার অগণিত স্থানে মাদানী মুযাকারা দেখা হয়ে থাকে। আপনিও দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে, আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েয হাসিল করতে, অন্তরে আশিকে রাসূলের প্রেম বৃদ্ধি করতে, দ্বীনি ইলমের আলোয় আলোকিত হতে এবং নেককার নামাযী হতে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করুন এবং প্রচুর নেকী অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম সঙ্গ সম্পর্কিত কয়েকটি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, উত্তম সঙ্গ সম্পর্কিত কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দুটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) তিনি ইরশাদ করেছেন: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ ‘মানুষ তার সঙ্গেই থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।" **(মুসলিম, কিতাবুল বির... ইত্যাদি, বাব: আল-মারউ মাআ মান আহাব্বা, পৃষ্ঠা: ১০৮৮, হাদিস: ৬৬১৮)** (২) তিনি ইরশাদ করেছেন: اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ ‘মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন এবং তার চলাফেরার অনুসারী হয়। সুতরাং তোমাদের দেখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব রাখছে।’ **(আল-মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবু হুরায়রা, ৩/২৩৩, হাদিস: ৮৪২৫)**

☆ ভালো ও মন্দ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো কস্তুরী (সুগন্ধি) বহনকারী এবং কামারের হাঁপর (যে আগুনে বাতাস দেয়) ব্যবহারকারীর মতো। কস্তুরী

বহনকারী হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু সুগন্ধি দিয়ে দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু কিনে নেবে, কিংবা অন্তত তার কাছ থেকে সুবাস পাবে। আর কামারের হাঁপর ব্যবহারকারী হয়তো তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, না হয় তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। **(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, বাব: ইস্তিহবাব মুজালাসাত... ইত্যাদি, পৃষ্ঠা: ১০৮৪, হাদিস: ৬৬৯২)** ✯ হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে: বড়দের সঙ্গ অবলম্বন করো, ওলামাদের কাছে মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো এবং জ্ঞানীদের সাথে মেলামেশা রাখো। **(আল-মু'জামুল কবীর, ২২/১২৫, হাদিস: ৩২৪)** ✯ উত্তম সঙ্গী সে-ই, যাকে দেখলে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে পড়ে, যার কথায় তোমাদের নেক আমল বৃদ্ধি পায় এবং যার কাজ তোমাদের আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(আল-জামিউস সগীর, হরফুল খা, হাদিস: ৪০৬৩, পৃ: ২৪৭)

ঘোষণা

উত্তম সঙ্গের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে। সুতরাং সেগুলোর জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

উত্তম সঙ্গের অবশিষ্টাংশ মাদানী ফুল

ভালো বন্ধুর সঙ্গ কেবল দুনিয়াতেই লাভজনক নয়, বরং কবরেও নেককারের সঙ্গ উপকারে আসে। **(আচ্ছে মাহোল কী বারাকাতেঁ, পৃ:৩৩)** ✯ একটি পবিত্র পরিবেশের সঙ্গ থেকে আমল করার যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, তা অন্যভাবে অসম্ভব না হলেও কঠিন অবশ্যই। **(প্রাগুক্ত, পৃ:২১)** ✯ এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত, যেখানে সমস্ত অংশগ্রহণকারীর উঠাবসা, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং পারস্পরিক ভালোবাসা রাখা কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়। **(প্রাগুক্ত, পৃ:২৫)** ✯ ভালো পরিবেশ থেকে ভালো সঙ্গ লাভ হয়। **(প্রাগুক্ত, পৃ:১৬)** ✯ ভালো পরিবেশের সাথে যুক্ত থাকলে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ (জাহির ও বাতিন) উভয় অবস্থার সংশোধন হয়। **(প্রাগুক্ত, পৃ:১৬)** ✯ খারাপ পরিবেশ অবলম্বনকারী ব্যক্তিরা নিজেদের সম্মান, মর্যাদা ও অবস্থান হারিয়ে ফেলে। **(প্রাগুক্ত, পৃ:২৬)** ✯ হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: যে ভাই বা সঙ্গীর সঙ্গ তোমাকে দ্বীনি উপকার পৌঁছে দেয় না, তার সঙ্গ থেকে বাঁচো, যাতে তুমি নিরাপদ ও সালামাত থাকতে পারো। **(কাশফুল মাহজুব, বাব অস-সুহবাহ ও মা ইয়াতায়াল্লাকু বিহা, পৃ:৩৭৪)** ✯ দাওয়াতে ইসলামীর ঈমান-জাগানো পরিবেশ ইবাদত ও চারিত্রিক দেখভাল এবং সুন্নাতের হেফাযতের সংকল্প নিয়ে মদীনার পানে এগিয়ে চলছে। তাই দাওয়াতে ইসলামীর এই পবিত্র ও নেক পরিবেশের সাথে যুক্ত হওয়া উভয় জগতের সৌভাগ্যের বিষয়। **(আচ্ছে মাহোল কী বারাকাতেঁ, পৃ:২২)**

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তোলার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "ঘরে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তোলার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো: :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

(পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের ইমাম/নেতা বানাও।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ:২৪৪)

(প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আগে ও পরে দরূদ শরীফ সহকারে এই দোয়াটি একবার পড়ে নিন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد